HSC-2023 মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র-০২ সিলেবাস: ব্যাকরণ ও নির্মিতি	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 104 **Set Code: A** **Full Marks: 50** **Time: 1:30 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) উদাহরণসহ ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ। ৫

১ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

(i) তৎসম শব্দের বানানে ঋ, র এবং ষ এর পরে 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন- চরণ, মরণ, ঋণ, তৃণ, ক্ষীণ, জীর্ণ।

(ii) যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে ট- বর্গীয় বর্ণের পূর্বে 'ণ' বসে। যেমন- বণ্টন, কণ্ঠ, খণ্ড, ভণ্ড, মুণ্ড, কুণ্ড।

(iii) প্র, পরি, নির এই তিনটি উপসর্গের পর সাধারণত 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন- প্রণয়, প্রণাম, পরিণয়, নির্ণয়।

(iv) নার, পার, রাম, রবীন্দ্র, চন্দ্র, উত্তর ইত্যাদি শব্দের পর 'অয়ন' বা 'আয়ন' থাকলে তার পরের 'ন' ধ্বনিটি 'ণ' হয়। যেমন - নারায়ণ, পরায়ণ, রামায়ণ, রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্রায়ণ, উত্তরায়ণ ইত্যাদি।

(v) র, ঋ, রেফ (র্), ঋ- কার, (ৃ), র-ফলা (্র) -এর পর ধ্বনি-ক বর্গ,প-বর্গ এবং য, য়, হ, ং থাকে তবে তার পরে 'ণ' হবে। যেমন- শ্রাবণ, অর্ণব, গ্রহণ, দ্রবণ।

অথবা,

(খ) **নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখঃ**
যসস্বিনী, বিদূষি, নৃসংশ, শিরচ্ছেদ, অদ্যাক্ষর, শারিরীক, ধুর্ত, কুপমন্ডুক

১ নং প্রশ্ন ও উত্তর (খ)

নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ

শব্দ	শুদ্ধ বানান
যসস্বিনী	যশস্বিনী
বিদূষি	বিদুষী
নৃসংশ	নৃশংস
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
অদ্যাক্ষর	আদ্যাক্ষর
শারিরীক	শারীরিক
ধুর্ত	ধূর্ত
কুপমন্ডুক	কূপমণ্ডূক

০২। (ক) ক্রিয়াপদ কাকে বলে? ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) **নিচের যে কোন ৫ টি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:**
(i) রবীন্দ্রনাথ তো আর দুটো হয় না।
(ii) সততা একটি মহৎ গুণ।
(iii) সে নিজে অঙ্কটা করেছে।
(iv) গাড়িটা বেশ জোরে চলছে।
(v) এ পুকুরের পানি স্বচ্ছ।
(vi) এবার ভাবতে থাক।
(vii) পরিশ্রম বিহনে জীবনে সাফল্য আসে না।
(viii) বাঃ! বড় চমৎকার ছবি এঁকেছ তো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

ক্রিয়াপদঃ যে শব্দশ্রেণি বাক্যে কাল, প্রকার, পুরুষ ইত্যাদি বিভক্তি প্রয়োজন মতো গ্রহণ করে: (ক) বাক্যের বিধেয় অংশ গঠন করে এবং (খ) কোনো কিছু করা, থাকা, ঘটা হওয়া অনুভব করা ইত্যাদি কাজের সংগঠন বোঝায় তাই ক্রিয়াপদ। যেমন- শফিক বই পড়ে। কাল একবারে এসো।

অথবা, যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া খাওয়া ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে । যেমন- সে হাসছে। বাগানে ফুল ফুটেছে। এবার বৃষ্টি হবে।

ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ: ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে দু- ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন-

সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যের (মনোভাবের) পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন- আমি ভাত খাচ্ছি। তুমি গান গাইবে । সে নিয়মিত পড়াশোনা করে।

অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন: আমি ভাত খেয়ে ....। সে নিয়মিত পড়াশুনা করতে করতে ....। সকালে সূর্য উঠলে....।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

রবীন্দ্রনাথ	বিশেষ্য/নামবাচক বিশেষ্য
সততা	বিশেষ্য/ গুণবাচক বিশেষ্য
নিজে	আত্মবাচক সর্বনাম / সর্বনাম
বেশ	ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ/ ভাব বিশেষণ/ বিশেষণ/ বিশেষণীয় বিশেষণ

স্বচ্ছ	বিধেয় বিশেষণ/ বিশেষণ
ভাবতে	অসমাপিকা ক্রিয়া/ ক্রিয়া
বিহনে	অনুসর্গ/ পদান্বয়ী অব্যয়
বাঃ	প্রশংসাবাচক আবেগ/ আবেগ শব্দ

০৩। (ক) **যে কোন দশটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ:** ১০

Accession, Bureaucracy, Canvas, Devaluation, Prescription, Quota, Remittance, Statistics, Biography, Vice-versa, Invoice, Surplus, Terminology, Sabotage, Nebula

৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

যে কোন দশটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ:

Accession - যোজন/সংযোজন

Quota – নির্ধারিত অংশ / যথাংশ / কোটা/নির্দিষ্ট/বরাদ্দ/ভাগ

Invoice- চালান/জায়/প্রেষিতক সূচি

Bureaucracy – আমলাতন্ত্র

Remittance - প্রেরণ/প্রেরিত অর্থ/অর্থ প্রেরণ/রেমিট্যান্স/বৈদেশিক আয়

Surplus- উদ্বৃত্ত/আধিক্য/বাড়তি/অধিক

Canvas – পট / ক্যাম্বিস

Statistics – পরিসংখ্যান

Terminology– পরিভাষা/পারিভাষিক শব্দ

Devaluation –মূল্যহ্রাস/মুদ্রাহ্রাস/অবমূল্যায়ন

Biography – জীবনী / জীবনচরিত/জীবন-বৃত্তান্ত

Sabotage- অন্তর্ঘাত/কূটাঘাত/অন্তর্ঘাতী বা কূটাঘাতী কার্য/অন্তর্ঘাতী/নাশকতা

Prescription –ব্যবস্থাপত্র

Vice – versa – তদ্বিপরীত/বিপরীতভাবে/তদ্বিপরীতভাবে/উলটা

Nebula- নীহারিকা।

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:**

Travel is a part of education. He who travels into a country goes to school. If one travels with his eyes open he can learn much of the country. What one learns from books can be learnt from experience. It is tedious to sit for hours in a school, but it is always interesting to learn by travel.

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

ভ্রমণ শিক্ষার একটি অংশ। যে একটি দেশ ভ্রমণ করে সে যেন স্কুলে যায়। যদি কেউ খোলা দৃষ্টিতে ভ্রমণ করে, তবে সে দেশটির অনেক কিছু জানতে পারে। বই থেকে কেউ যা শেখে তা অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুলে বসে থাকা বিরক্তিকর, কিন্তু ভ্রমণের মাধ্যমে শেখা সব সময় আনন্দদায়ক।

০৪। (ক) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের ওপর একটি দিনলিপি লেখ। ১০

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❑ নিয়ম: দিনলিপি লেখার শুরুতেই (পৃষ্ঠার বামদিকে) তারিখ ও বারের নাম উল্লেখ করতে হয়। এক বা একাধিক প্যারায় লিখতে পারে।

১ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার রাত ১০টা

প্রতিটি দিনই আমার কাছে নতুন, সম্ভাবনাময় এবং জীবন গঠনের নতুন প্রত্যয়ে জেগে ওঠার আহ্বান। তবে আজকের দিনটি ছিল অন্যান্য দিনের চেয়ে ভিন্ন। স্বাগত জানিয়েছি ১৪২৪ বঙ্গাব্দের, নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রথম প্রভাতে:

"বছর মিলেছে নতুন বছরে, ঘণ্টা বেজেছে মনের দুয়ারে

নব-জীবনের বারতা হাতে- নববর্ষ এসেছে আমাদের দ্বারে
চলো, বরণ করি তারে- নবপ্রভাতের বন্দনা-গীতে;
অমলিন প্রেম শাশ্বত ভালোবাসা- যতটুকু হৃদয়ে আছে—
বিলিয়ে দিই উদারপ্রাণে, সকলের তরে- বাংলাদেশে- বিশ্বপ্রাণে।"

দিনের পরিকল্পনা করতে গিয়ে গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তবু খুব ভোরে উঠেছিলাম পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। বাসার পরিকল্পনার সঙ্গে আমার পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্য বাবা-মা ভাই-বোন একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাব এই ছিল পরিকল্পনা। আমি আমার দিনলিপিতে সেটি যোগ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বাবাকে জানিয়েছিলাম কলেজের অনুষ্ঠানের কথা। বাবা বললেন অবশ্যই যাবে, তবে দুপুরের মধ্যে বাসায় ফিরে আসতে হবে। মজার ঘটনাটি ঘটল সকালে। বাবা সবাইকে ডেকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং হাত-মুখ ধুয়ে প্রার্থনা শেষে ড্রইং রুমে আসতে বললেন। আমরা সবাই একসঙ্গে এসে বসার আর সুযোগ পেলাম না, বাবা আমাদের নতুন জামা-কাপড় উপহার দিলেন। আমি বাবাকে এবং মাকে সালাম জানিয়ে আশীর্বাদ নিলাম। মনটা খুশিতে ভরে গেল। ভাবলাম বিধাতা যেন বছরের প্রতিটি দিন এভাবে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ অর্জন করার সুযোগ দেন। সবাই যেনো এরকম হাসিখুশিতে দিন কাটাতে পারি। মুহূর্তেই আরও অনেক কিছু ভেবে ফেললাম। যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই দেখেছি বাবা একজন আদর্শ মানুষ, দেশপ্রেমিক এবং মনেপ্রাণে বাঙালি।

বছরের প্রথম দিনেই পান্তা-ইলিশ খেতে হবে এরকম বিষয়টিকে বাবা বরাবরই এড়িয়ে গেছেন। আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং সুস্বাদু মাছ বলে সবাই এটিকে বেছে নিয়েছে। আর কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পান্তা আমাদের বাঙালিদের সকালের খাবার হিসেবে ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অন্যসব যে খাওয়া যাবে না, এমন কোনো বিষয় নেই। তাছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তন, ডিমওয়ালা ইলিশ নিধন, জাটকা নিধনের কারণে ইলিশ মাছ তো আজকাল দু এাপ্য হয়ে গেছে, বাজারে ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝে ইলিশের দামও বাড়িয়ে দেয়। এর পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাজারকে করে তোলে অস্থিতিশীল। অবশ্যই আমাদের এসব বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমরা যে-কোনো ভালো খাবার খেয়েই বছরের প্রথম দিনটিকে শুরু করতে পারি এবং এতে আনন্দ-উৎসবের কোনো ঘাটতি হবে বলে কখনো শুনিনি। পয়লা বৈশাখের প্রকৃত তাৎপর্য হলো মিলনের মধ্যে। মিলনে ঐক্য সাধিত হয় এবং জাতিসত্তায় জাগরণ ঘটে। এই মিলনমেলার মধ্য দিয়ে আমরা এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত হই। তাই এ-দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা একত্র মিলতে পারি বলেই দিনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বাবা কথাগুলো বলতে বলতেই আমরা নাস্তার টেবিলে বসে মিষ্টিমুখ করে নাস্তা সেরে নিয়েছিলাম। তারপরেই কলেজের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের কলেজ মাঠে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম।গিয়ে দেখি আমার অন্য বন্ধুরা আগেই এসে গেছে। নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমরা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় যোগদান করলাম। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ করে কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হলো। একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বদৌলতে কলেজে পান্তা-ইলিশসহ নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। খাবারদাবারের পর্ব শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। আমি বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এবং বন্ধু তরুণকে বললাম অনুষ্ঠান সম্পর্কে ফোনে আমাকে জানানোর জন্যে। তরুণ তো আমাকে ছাড়তে রাজি নয়। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তিতে আমারও নাম আছে। আমি তাকে বাবার কথা বুঝিয়ে বললাম। পরে জানতে পেরেছিলাম অনুষ্ঠানে ছিল— স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, সংগীত, নৃত্যানুষ্ঠান, আমাদের লোকঐতিহ্য ও চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদি। বাসায় ফিরে দেখি আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে। পরিবারের সবাই মিলে বের হলাম বৈশাখী মেলার উদ্দেশ্যে। মেলায় এত ভিড় যে পা ফেলার জায়গাটুকু নেই। সারি সারি দোকান-পাটে হরেক রকমের জিনিসের পসরা। এসব দোকানে মাটির তৈজসপত্র, খেলনা গাড়ি, পুতুল, চুড়ির দোকান; বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য যেমন : চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ ছিল। দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মেলায় বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল। লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি ও তাদের নাচ-গানে মেলা ছিল আনন্দমুখর। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্যে ছিল বায়োস্কোপ। শিশু-কিশোররা বায়োস্কোপ ও নাগরদোলার আশপাশে ভিড় জমিয়েছিল। অনেকে নাগরদোলায় চড়ে মজা করছিল। বাবা-মা আমাদের হাত ধরে ধরে একটু কম ভিড়ের দোকানগুলো থেকে নানা প্রকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করলেন। মেলা শেষে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। অবসন্ন ক্লান্তদেহ নিয়ে আমি লিখে নিলাম আমার জীবনের স্মরণীয় একটি দিনলিপি। মনের মধ্যে গুণগুণ করে গাইছিলাম নববর্ষের গান। কবিতাটি আজকে কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার কথা ছিল। এ নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই বরং আনন্দ পাচ্ছি যে দিনলিপিতে কবিতাটি লিখতে পেরে :

আজিকে সবাই দীন-হীন ভুলে/ মুক্ত-প্রাণে মিলাবে, মিলিবে সবে;
অকৃপণ মনে বিলাবে কেবল/ ভুবনের প্রেম আনন্দ উচ্ছ্বাসে ।
হে বৈশাখ তুমি প্রতিদিন এসো/ মনের দুয়ারে কড়া নেড়ে বলো-
'শাশ্বত প্রেমে আমি, তুমি সে/ নিত্যজীবন আনন্দে ভরে উঠুক।"
হে বৈশাখ তুমি প্রতিক্ষণে এসো/ রুদ্র-খর-তাপে জরাজীর্ণকে বল-

জেগেছ কি? জেগে ওঠো বাঙালি/বাংলা আমার, বাংলাদেশের প্রাণ ।

অথবা,

(খ) তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অধ্যক্ষ বরাবর একটি প্রতিবেদন লেখ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

তারিখ
অধ্যক্ষ
..... কলেজ
ঢাকা
বিষয়ঃ কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।
মহোদয়
.....
.....
নিবেদক,

নাম
স্থান
তারিখ

অধ্যক্ষ
..... কলেজ
ঢাকা-১০০০
জনাব
.....
.....
Title
.....
.....

তারিখ
অধ্যক্ষ
..... কলেজ
ঢাকা
বিষয়ঃ কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।
মহোদয়
.....
.....
নিবেদক,
শিরোনাম
.....
.....
.....

তারিখ
অধ্যক্ষ
..... কলেজ
ঢাকা
বিষয়ঃ কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।
মহোদয়
.....
.....
শিরোনাম
.....
.....
.....
নিবেদক

তারিখ : ১৭ / ০৯ / ২০১৭
প্রাপক : অধ্যক্ষ
কুমিল্লা কলেজ,
কুমিল্লা ।
বিষয় : কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিবেদন।
সূত্র : স্মারক নং - র. ম. ম. ক; ২৭৬১ / ১৭; তারিখ: ১৫. ০৯. ২০১৭
মহোদয়,
আপনার পত্র নম্বর (র. ম. ম. ক, ২৭৬১/০৮; তারিখ: ১৫/ ০৯ / ২০১৭) মোতাবেক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানপূর্বক একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে পেশ করছি—

১. কলেজ গ্রন্থাগারটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে প্রয়োজনীয় বইপত্র ক্রয় না করায় এর আশানুরূপ সমৃদ্ধি সাধিত হয়নি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে কলেজের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা অনেক বাড়লেও তাদের প্রয়োজনের দিকটি হয়েছে উপেক্ষিত। কলেজের আর্থিক উন্নতি হলেও গ্রন্থাগারের জন্যে বরাদ্দ ছিল কম।

২. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকালে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক না থাকায় তা নিয়মতান্ত্রিক ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়নি। রেজিস্টারভুক্ত বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে গ্রন্থাগারে যে বই আছে তার সংখ্যার কোনো সংগতি নেই ।

৩.কলেজে যেসব বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি-বিদেশি বই নেই।

৪. পাঠ্যবই ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই নেই বললেই চলে।

৫. বিগত তিন বছর ধরে গ্রন্থাগারে নতুন বা আধুনিক সংস্করণের কোনো বই কেনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফান্ডের জন্য যে চাঁদা তোলা হয় তা দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ফান্ডে পড়ে রয়েছে।

৬. বই কেনা বাবদ প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

৭. বইয়ের তালিকা তৈরিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়নি। দশমিক পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক অনভিজ্ঞ বলে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি।

৮. পুস্তকের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনো সচেতনতা নেই। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বই ইস্যু করার ব্যাপারেও কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না।

৯. গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাসমূহে কাটাছেঁড়ার দাগ দেখা যায়।
১০. রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও হই-হল্লার কারণে গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনার মতো কোনো পরিবেশ নেই।
১১. কতিপয় শিক্ষার্থীদের বিনা প্রয়োজনেও গ্রন্থাগারে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায়।
১২. গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যার কোনো বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। পুরাতন একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও এর সঙ্গে বইয়ের কোনো মিল নেই।
এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থাগারটি ছাত্র/ছাত্রীর তেমন কোনো উপকারে আসছে না। এমতাবস্থায় নিম্নরূপ সুপারিশ করছি যার বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারটি ছাত্র/ছাত্রীর যথার্থ উপকারে আসতে পারে :
১. অতিসত্বর প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
২ . গ্রন্থাগারের সকল পুস্তকের হিসাব গ্রহণ করে দশমিক পদ্ধতিতে তালিকা তৈরি করতে হবে।
৩. ছাত্র/ছাত্রীর প্রয়োজনে আরও বইপত্র সংগ্রহ করা দরকার। এক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে অধিক তৎপর হতে হবে।
৪. বইপত্র বাড়িতে ইস্যু করা এবং পাঠাগারে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যে ছাত্র/ছাত্রীকে দুইধরনের গ্রন্থাগার কার্ড ইস্যু করা দরকার।
৫. বই যাতে চুরি কিংবা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যাওয়া না হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৬. গ্রন্থাগারের জন্যে স্বতন্ত্র তহবিল গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে শিক্ষার্থীদের দেওয়া বার্ষিক চাঁদার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সর্বোপরি গ্রন্থাগারের সঠিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করে তার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।
বিনীত
খ
কুমিল্লা... কলেজ, কুমিল্লা ।

০৫। (ক) **সারাংশ লিখ:** **১০**

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

<u>০৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)</u>

সারাংশঃ সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া, মনকে রাঙানো নয়। যিনি উল্টোটা করতে চান তিনি হয়তো সস্তা শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু মহৎ শিল্পী হতে পারেন না।

অথবা,

(খ) **ভাবসম্প্রসারণ কর:**

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

<u>০৫ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)</u>

ভাব-সম্প্রসারণ: অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী উভয়েই সমান অপরাধী। বিশ্বের ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে উভয়ের কারো জন্যেই ক্ষমা নেই। বিশ্বের ন্যায়-দেবতার ঘৃণা একদিন না একদিন তাদের উভয়কেই তৃণের মতো দগ্ধ করবে। তা থেকে কারো মুক্তি নেই।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই ন্যায়বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ। তার বিবেকের শুভ্রতম এবং শুদ্ধতম বেদীতে ন্যায়াধীশের আসন পাতা। আর সমাজকে যারা উৎপীড়ন করে, ব্যক্তির অধিকারকে যারা হরণ করে, মানুষের বহু অভিজ্ঞতা এবং প্রযত্নে রচিত আইন ও শৃঙ্খলাকে যারা বিঘ্নিত করে তারা নিঃসন্দেহে অন্যায়কারী। অন্যায়ের যেমন বহুক্ষেত্র আছে, অপরাধেরও তেমনি মাত্রার তারতম্য আছে। এই মাত্রা অনুসারেই অন্যায়কারীর অপরাধের পরিমাপ করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী বা অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু অন্যায়কে যারা নিঃশব্দে সহ্য করে, তারাও কি পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দিয়ে সমান অপরাধী নয়? অবশ্যই তারাও সমান অপরাধী। উদার মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য অন্যায়কে ক্ষমা করা বা দয়া দেখিয়ে অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব তো নেই-ই; বরং তাও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধের কাজ। সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে অপরাধের প্রবণতা, তেমনি

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রয়েছে অন্যায়কে মানিয়ে চলার মানসিকতা। এই মানসিকতায় কতখানি ক্ষমাশীলতা, কতখানি ঔদার্য, কতখানি সহনশক্তি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। অন্যায়কে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে মানবচরিত্রের দুর্বলতম দিকেরই প্রকাশ ঘটে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করলে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বস্তুত মানুষ শুধু তিতিক্ষা ও করুণাবশতই অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে না, তার এই মনস্তত্ত্বের নেপথ্যে রয়েছে এক আত্ম-পলায়নী মনোভাব। নিজেকে অপরাধীর সংস্রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকেই সে নিরাপদ বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষেরই এই নির্লিপ্ত নিস্পৃহতা অন্যায়কারীকে পরোক্ষভাবে সাহস যুগিয়েছে। স্বার্থভীরু আত্মমগ্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে ভয় পায়। এভাবেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা কালক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে; অত্যাচারীরা নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে চলে। মানব সংসারে অন্যায়কারীরা ঘৃণিত হলেও অন্যায় সহ্যকারী কিংবা ক্ষমাকারীরা অনেক সময় ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয় না। মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের এই চেতনাও ভ্রান্ত। অন্যায়কারীর মতো সহ্যকারীও সম-অপরাধে অপরাধী। মনুষ্যত্বের বিচারে মানুষের এই বিকৃতিও ক্ষমার অযোগ্য। বিশ্ববিধাতার ঘৃণার রুদ্র রোষানলে অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহ্যকারীও বিশুষ্ক তৃণের মতো ভস্মীভূত হবে। আসলে বস্তুজগতের স্থূল বিচারে সে নিরপরাধের ছাড়পত্র পেলেও নিখিল বিশ্বমানবতার দরবারে তার অপরাধের রেহাই নেই । কারো অপরাধ ক্ষমা করার মধ্যে যে উদারতা আছে তা মনুষ্যত্বেরই পরিচয়। কিন্তু ক্ষমার মাত্রা থাকা চাই। অন্যায়কারী যদি ক্ষমা পেয়ে বার বার অন্যায় করতে থাকে তবে সে ক্ষমার যোগ্য নয়। এতে তার অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এই ধরনের অন্যায়কারীর অন্যায় ক্ষমা করা কোনো মহৎ ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; বরং সেও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধী হবে।

বস্তুত, অন্যায় যে করে সে যেমন সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্র, তেমনি অন্যায়কে যিনি বিনা বাধায়, মৌনতা অবলম্বন করে প্রশ্রয় দেন তাকেও ঘৃণার পাত্র ও নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত।

০৬। (ক) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

০৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

বাবা : কীরে কিছু বলবি মনে হচ্ছে?

মেয়ে: হ্যাঁ বাবা। কাল আমাদের কলেজে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিষয় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'। সেমিনারে আমাকে বক্তা হিসেবে নির্বাচন করেছে।

বাবা : বেশ তো। খুবই খুশির সংবাদ।

মেয়ে : বাবা সেমিনারে অনেক প্রাজ্ঞজন কথা বলবেন। তাদের মাঝে আমি কী বলব তাই নিয়ে ভাবছি।

বাবা : ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমি একবার কলেজজীবনে 'প্রতিভা' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করল। প্রতিভা বিষয়ে আমি কোনো পড়াশোনা করে কথা বলিনি, বরং বিষয়টিকে আমি যেভাবে উপলব্ধি করেছি সেভাবেই বলেছি। বক্তৃতা শেষে হাততালি পড়ল অনেক। আমি বোকার মতো এসে সিটে বসলাম, ভালো-মন্দ কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু বক্তৃতায় হয়েছিলাম প্রথম। তাই বলছি 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়টিকে তুমি যেভাবে উপলব্ধি করছ সেভাবেই বলবে। দেখবে তোমার কথা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

মেয়ে : হ্যাঁ, বাবা। আমরা এখন যে পরিস্থিতির মুখোমুখি তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই জরুরি।

বাবা : সেকথা মাথায় রেখেই তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র স্বপক্ষে মিটিং-মিছিলসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও প্রমত সহিষ্ণুতার শক্ত সুতোয় গাঁথতে না পারলে দেশে কখনো শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

মেয়ে : বাবা তুমি ঠিকই বলেছ। একটি দেশে নানা বর্ণের, নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করে। দেশ তো সবার। ধর্ম-বর্ণ- শ্রেণি বৈষম্যের উপরে দেশের স্থান।

বাবা : বাহ বাহ্! বেশ বলেছ। ধর্ম, বর্ণ আর সম্প্রদায়ভিত্তিক এরকম ভেদবুদ্ধি আর সংঘাতের নামই তো সাম্প্রদায়িকতা। আমাদের সভ্যতার বীজমন্ত্রই হলো 'বিভেদের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো সে মানুষ। তার প্রথম পরিচয় মানুষ, দ্বিতীয় পরিচয় মানুষ এবং সবশেষ পরিচয়ও মানুষ। এখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

মেয়ে : ঠিকই বলেছ বাবা, সাম্প্রদায়িকতা মানে সংঘাত। তাছাড়া আমরা তো একই সুতোয় গাঁথা হয়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান নানা জাত ও ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে বাস করছি পাশাপাশি। এটিই তো আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের বাঙালির মূল পরিচয়।

বাবা : একেবারে মূল কথাটি বলেছ। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মিলিত করতে পেরেছিল এবং অভিন্ন ঐক্য-সত্তায় মিলিত হয়ে আমরা দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলাম। অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই মানবিক চেতনা, মানবিকতার উন্মেষ। মানুষে মানুষে মিলনের সুর বেজে ওঠে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মধ্য দিয়ে। তবু মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠে কেন— জানো?

মেয়ে : বাবা, আমার তো মনে হয়- একদল স্বার্থান্বেষী ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ সংকীর্ণ কুমতলব চরিতার্থ করার লালসায় সাম্প্রদায়িকতার আগুন উসকে দেয়।

বাবা : তোমার ধারণা ঠিক। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার কারণ তাই। তবে বিভিন্ন ঘটনাকে ঘিরে এরকম হীন মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং দেশ ও জাতির শত্রু। এরা কখনোই দেশপ্রেমিক বা মানবপ্রেমিক নয়।

মেয়ে : বাবা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি নিশ্চিত আগামী কালের বক্তৃতায় আমি ভালো করব।

বাবা : নিশ্চয়ই। শুধু বক্তৃতাই বড় কথা নয়, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবটি মানুষের শ্রেষ্ঠ অর্জন কথাটিও স্মরণ রাখবে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনই আজকের বিশ্বের মানুষের লক্ষ্য। মানুষ এই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলছে। হানাহানি নয়, সংঘাত নয়, সম্প্রীতিই আমাদের বাঁচার পথ, শান্তির পথ, সুস্থ জীবনাচরণের পথ।

মেয়ে : অবশ্যই বাবা, তুমি আশীর্বাদ কোরো।

বাবা : জ্ঞানে-মানে-ধনে অনেক বড় হও দোয়া করি।

মেয়ে : ধন্যবাদ বাবা ।

অথবা,

(খ) প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে "অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখঃ

নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণ - পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের অঙ্গীকার - আকস্মিক নৌকা ডুবে যায় - এক বন্ধু সাঁতার জানে আরেক বন্ধু সাঁতারে অক্ষম। ....

০৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু

দুই বন্ধু সুমন আর সুজন। শুধু নামের মিল নয়, দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্বও খুব প্রগাঢ়। যাকে বলে মানিকজোড়। পড়াশোনা, চলা-বলা, হাঁটা-বেড়ানো সবকিছুই একসঙ্গে। পাড়া-পড়শিরা বলে, এমনটি আর দেখা যায় না।

গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসে দুই বন্ধু মিলে। সুমনদের বাড়ির পাশেই নদী। দুইজনে মিলে নৌকা ভ্রমণ করবে। পরদিন বিকেলে দুইজনে মিলে একটা ছোট্ট মাছ ধরার নৌকায় গিয়ে ওঠে। সুমন বৈঠা হাতে নেয়। নৌকা চলছে হেলেদুলে। সুজন ভয়ে ভয়ে এসে সুমনের পাশে গিয়ে বসে। মৃদুমন্দ বাতাসে নদীতে ছোটো ছোটো ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সুজনের ভয়টাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সুজন অসহায় দৃষ্টি দিয়ে সুমনকে ডাকে। সুমন সুজনকে অভয় দিয়ে বলে, অত ভয় করলে তো চলে না। সুজন বলল, দেখ সুমন, আমি কিন্তু সাঁতার জানি না।

এবার সুজন কিছুটা জোর দিয়ে বলে, ধর সুমন, এখন যদি কোনোভাবে নৌকা ডুবে যায়, তাহলে কী করবি?

সুমন হাসতে হাসতে বলে, তুই সাঁতার জানিস না কিন্তু আমি তো জানি। দুজনে মিলে আত্মরক্ষা করব। নৌকা যদি ডুবে যায় আমি তোকে তুলে আনব। আমরা দুই বন্ধু, কেউ কাউকে ছেড়ে তো একা বাঁচার চেষ্টা করব না। বন্ধু হয়ে এমন হীন কাজ তো করতে পারি না। প্রয়োজনে দুইজনই ডুবে মরব।

তবু সুজনের মনের ভিতর থেকে ভয়টা যেতে চাচ্ছে না। ভরসা পাচ্ছে না বলে সে আবার সুমনের কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করে। সুজন জোর দিয়ে বলে, দ্যাখ ভাই আমি সাঁতার জানি না বলে কখনোই নৌকাতে চড়িনি। আরে ধ্যাত, ভয় কীসের, সুমন সুজনের পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দেয়। মিছে এসব কথা ভাবছিস। এবার সুমনের কথায় সুজন সায় দেয়।

একথায় শুকথায় ওরা যখন মশগুল, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ভেসে আসতেই নৌকাটা সামনের দিকে শিল মাছের মতো লাফ দিয়ে ওঠে। সুজন চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে সুমনকে। সুমন ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে না। নৌকাসহ উল্টে পড়ে যায় নদীতে। সঙ্গে সুজনও। নদীতে তেমন স্রোত না থাকলেও নৌকা খানিকটা দূরে গিয়ে ডুবে যায়।

সুজন ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে আর হাবুডুবু খাচ্ছে। সুজন কাতর গলায় বলতে চায়, এই কি অঙ্গীকার ছিল সুমন। কিন্তু কোনো কথা সে বলতে পারে না। শুধু বাঁচার চেষ্টা করে সুজন। আর একটুকু সময় বয়ে গেলে নিজেকে আর বাঁচাতে পারবে না সুজন। ঠিক তখনই সুমন সুজনের হাতটা ধরে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছাল। সুজন সুমনকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই সাঁতার কেটে আমাকে না ধরলে আমি তো তলিয়ে যেতাম। আজই আমার মৃত্যু ছিল। এমন কঠিন বিপদ থেকে তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস। তুই-ই আমার প্রকৃত বন্ধু। সুমন বলল, বন্ধুর বিপদে বন্ধু এগিয়ে আসবে এটাই প্রকৃত বন্ধুর কর্তব্য, বিপদেই বন্ধুর পরিচয়, বলেই সুমন সুজনকে জড়িয়ে ধরল। সুজন আনন্দে কেঁদে ফেলল।

HSC-2023 মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র-০২ সিলেবাস: ব্যাকরণ ও নির্মিতি	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 104 **Set Code: B** **Full Marks: 50** **Time: 1:30 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) বাংলা বানানে ই- ইকার (ি) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

১ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

বাংলা বানানে ই- ইকার (ি) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম নিচে দেয়া হলো:

(i) যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ-কার শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন- চুল্লি, তরণি, পদবি, নাড়ি, মমি, ভঙ্গি ইত্যাদি।

(ii) সকল অ-তৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- খুশি, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।

(iii) বিশেষণ বাচক আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন- বর্ণালি, গীতালি সোনালি, রুপালি ইত্যাদি।

(iv) পদাশ্রিত নির্দেশক হলে ই-কার বসবে। যেমন- ছেলেটি, বইটি, কলমটি, মেয়েটি ইত্যাদি।

(v) ভাষা ও জাতিবাচক নামে ই-কার বসবে। যেমন- জাপানি, বাঙালি ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) **নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখঃ**

প্রতিদন্দ্বীতা, তরুচ্ছায়া, জাগবন্ধু, দিক্‌ভ্রম, ইতিপূর্বে, অদ্যবধি, কৃষ, উদীচি।

১ নং প্রশ্ন ও উত্তর (খ)

প্রতিদন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
তরুচ্ছায়া	তরুছায়া
জাগবন্ধু	জগদ্‌বন্ধু
দিক্‌ভ্রম	দিগ্‌ভ্রম
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
কৃষ	কৃশ
উদীচি	উদীচী

০২। (ক) ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি বলতে কী বোঝ? ব্যাকরণিক শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ। ৫

২ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি বলতে কী বোঝ? ব্যাকরণিক শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

ব্যাকরণগত অবস্থানের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে যে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। ব্যাকরণিক শব্দ মোট আট প্রকার। যথা:-

(i) বিশেষ্য: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন- থালা, বাটি, ঢাকা , শ্রীপুর, বাঁশ, মাছ, দয়া, মায়া, কান্না, পিঠা ইত্যাদি।

(ii) সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। সর্বনাম সাধারণত ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ হিসেবে কাজ করে। যেমন- অবনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। তার একটি সাইকেল আছে।

(iii) বিশেষণ : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন- নীল পরী, রুক্ষ প্রকৃতি, শান্ত নদী ইত্যাদি।

(iv) ক্রিয়া: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন-নিজাম কাঁদছে। নীপা ফুল তুলছে। এবার বৃষ্টি হবে।

(v) ক্রিয়াবিশেষণ: যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন -বাসটি দ্রুত চলতে শুরু করল। ভ্রমর গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সে এবার জোরে জোরে হাঁটছে।

(vi) যোজক: যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন -তুমি খাবে আর আবির পড়বে। ঝুড়িটা ভালো করে ধর, নইলে পড়ে যাবে।

(vii) অনুসর্গ: যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে, আবার কখনো বা শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্যে করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন-ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। তোমার জন্যে এটা আমার বিশেষ উপহার।

(viii) আবেগ শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন- আরে! তুমি এটা কী করলে। উঃ! লোকটির কী অবস্থা। বাহ্! সে তো আজ ভালোই খেলছে।

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ শনাক্ত করঃ**

বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেছেন। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে একমনে টিভি দেখছিল ছোটবোন। এ সময় কেউ টিভিতে গুনগুনিয়ে গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা দ্রুত খুঁজে দিতে।

২ নং প্রশ্ন ও উত্তর (খ)

অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ শনাক্ত করা হলঃ
সকালে, দ্রুত, তখন, টিপটিপ, ঘরে, একমনে, এ সময়, গুনগুনিয়ে, হঠাৎ, দ্রুত।

০৩। **যে কোন দশটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখঃ** ১০

Worship, Catalogue, Agenda, Civil-war, Index, Book-post, Literal, Valid, Embargo, Encyclopaedia, Cabinet, Author, Census, Lien, Invigilator

৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর (ক)

যে কোন দশটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখঃ

Worship – পূজা/ আরাধনা/উপাসনা করা/অর্চনা/উপাসনা
Book- Post - খোলা ডাক / খোলা চিঠি/খোলাপত্র/বুকপোস্ট
Cabinet – মন্ত্রিপরিষদ / মন্ত্রিসভা
Catalogue – তালিকা / গ্রন্থতালিকা/সুবিন্যস্ত তালিকা
Literal- আক্ষরিক/অবিকল/সামরিক
Author - লেখক / গ্রন্থকার/প্রণেতা
Agenda- কর্মসূচি/আলোচ্য সূচি
Valid- বৈধ / সিদ্ধ / চালু
Census- আদমশুমারি/লোকগণনা/জনগণনা
Civil-war – গৃহযুদ্ধ
Embargo- নিষেধ/অবরোধ/রোধ/আরোধ/নিষেধাজ্ঞা/আটক/নিষেধাজ্ঞাদেশ
Lien- পূর্বস্বত্ব / লিয়েন/ক্রোক/কর্মস্বত্ব
Index- নির্ঘণ্ট / নির্দেশক / সূচক/সংকেত/সূচি/তালিকা
Encyclopaedia- বিশ্বকোষ/জ্ঞানকোষ
Invigilator- পর্যবেক্ষক/পরিদর্শক/প্রত্যবেক্ষক

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করঃ**

In modern world, women have proved that they are not lagging behind in comparison to men in any activity. Their role does not end only as a mother or a wife. Many avenues of work are open before them. They are working in schools, colleges and universities as teachers. They are also expert in politics and running the state.

৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর (খ)

আধুনিক বিশ্বে নারীরা প্রমাণ করেছে তারা কাজকর্মে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নেই। তাদের ভূমিকা কেবল মা বা স্ত্রী হিসেবেই শেষ হয় না। কাজ করার অনেক ক্ষেত্র তাদের সামনে উন্মোচিত। তারা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করছে। রাষ্ট্রনীতি/ রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তারা দক্ষ।

০৪। (ক) তোমার এস.এস.সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের একটি দিনলিপি রচনা কর। ১০

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

❑ নিয়ম: দিনলিপি লেখার শুরুতেই (পৃষ্ঠার বামদিকে) তারিখ ও বারের নাম উল্লেখ করতে হয়। এক বা একাধিক প্যারায় লিখতে পারে।

৭ মে ২০১৯, রবিবার

রাত ১১টা

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছু দিন পরে আমি চলে এসেছিলাম বড়ো আপার বাসায়। তা অবশ্য বেড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়, আপা ঠিক করে রেখেছিলেন পরীক্ষার পরে আমি কম্পিউটার ও 'স্পোকেন ইংলিশ'-এর ওপর দুই মাসের একটা কোর্স করব। আমিও আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। সুতরাং নিয়মিত ক্লাস করতে গিয়ে এতটাই মনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম যে এসএসসির ফল নিয়ে ভাববার কোনো অবকাশ

পাইনি। তাছাড়া ছোটোবেলা থেকেই আমি শ্রেণিপরীক্ষায় কখনো দ্বিতীয় হইনি। মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে পরিবারে এবং স্কুলে সুনাম বজায় রেখেছিলাম বরাবরই। শুধু নির্বাচনি পরীক্ষায় আমি প্রথম হতে পারিনি, হয়েছিলাম চতুর্থ। তার একটি কারণ ছিল এই যে—বাংলা, ইংরেজিসহ চারটি বিষয়ে নতুনভাবে নোট করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমার কঠোর অধ্যবসায় ছিল ঠিকই কিন্তু নির্বাচনি পরীক্ষার আগে সেভাবে আমি প্রস্তুতিটা নিতে পারিনি বলে একটু হোঁচট খেতে হয়েছিল। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল স্থির। আমি আমার নতুন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে যতটুকু লেখাপড়া করেছি তা থেকেই পরীক্ষা দিয়েছি। খুব বেশি নম্বরের ব্যবধানে যে আমি চতুর্থ হয়েছি তা কিন্তু নয়। প্রথম স্থান যে অধিকার করেছে সে আমার থেকে মাত্র তেরো নম্বর বেশি পেয়েছিল। সে যাক, আমি গোল্ডেন এ+ অর্জন করব এতে আমার মনে কোনো প্রকার সংশয় কাজ করেনি। নিয়মিত ও অধ্যবসায়ী ছাত্র হিসেবে স্কুল শিক্ষক ও পরিবারের আশা তেমনটিই ছিল। যদিও নির্বাচনি পরীক্ষার ফল দেখে সবাই কিছুটা হতাশ হয়েছিল। আমি বিষয়টা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম। এ নিয়ে আমার মনের ভিতর চাপা একটা বেদনা ও ক্ষোভ ছিল।

ফলপ্রকাশের পূর্ব রাতেই টিভিতে ঘোষণা শুনলাম আগামী দিন এসএসসির ফল প্রকাশ পাবে। আপা বলল সকালেই বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হবার জন্যে। ইতোমধ্যে বন্ধু-বান্ধব এবং বাড়ি থেকে একাধিক ফোন আসল। আমি ভাবলাম ফলাফল জেনে তবেই যাত্রা করব। রাতভর কিছুটা অস্থিরতায় ছিলাম। ঘুম আসল শেষ রাতে। আমি ছিলাম ঘুমিয়ে। আমার রেজাল্ট নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আপারই ছিল বেশি। আপা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছে। ইন্টারনেট থেকে আমার পরীক্ষার ফল জানতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু আপা ফল জেনেও থাকলেন চুপ করে। আমাকে ঘুম থেকে ঠিকই জাগালেন কিন্তু কিছু বললেন না। আমার হাতে একটি পার্কার কলম দিয়ে বললেন, এই ধর তোর পরীক্ষার ফল, তুই গোল্ডেন এ+ পেয়েছিস। আমার চোখে জল এসে পড়ল। জীবনের' এই প্রথম আমি বড়ো বোনকে মায়ের শ্রদ্ধা নিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। আপা বললেন, আমাদের সবার আশা তুই পূর্ণ করেছিস। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। বাড়িতে মা অস্থির হয়ে আছেন তুই কখন ফিরবি। স্কুল থেকে খবর পাঠিয়েছে, বন্ধু-বান্ধবরাও তোর জন্যে পথ চেয়ে আছে। আমি আর কালবিলম্ব না করে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বাসের জানালা দিয়ে মুক্ত আকাশ দেখছিলাম, শরতের নীল স্বচ্ছ আকাশ। আমার সঙ্গে দ্রুত এগিয়ে চলছে। মুক্ত আকাশে খন্ড খন্ড মেঘের খেলা চলছে। আমার হৃদয়ে চলছে আনন্দের লুকোচুরি খেলা। সমস্ত পৃথিবীটাকে বড়ো আপন মনে হলো। হঠাৎ করেই যেনো পৌঁছে গেলাম বাড়িতে। বাস থামল নির্দিষ্ট স্টেশনে। তখন দুপুর দুইটা। বাড়িতে পৌঁছতেই মা আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আমি অশ্রুসজল চোখে মাকে সালাম করে আশীর্বাদ নিলাম। মা-ই আমাকে তাড়া দিলেন দ্রুত স্কুলে গিয়ে স্যারদের আশীর্বাদ নিতে। আমাকে স্কুলে নিয়ে যেতে ইতোমধ্যে বাড়িতে কয়েকজন বন্ধু এসেও হাজির হয়েছিল। আমরা সোজা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সকল শিক্ষার্থী এসে ভিড় করল, অন্যান্য স্যারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের স্কুল থেকে মোট বিশজন গোল্ডেন এ+ পেয়েছে। কিন্তু ফলের দিন আমার অনুপস্থিতিটাই যেনো আনন্দের মাত্রাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমরা সবাই মিষ্টিমুখ করলাম এবং স্যারদের নিয়ে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। মাঠে এসে হৈচৈ আর আনন্দ-উৎসবে সবাই মেতে উঠলাম। এসএসসির ফল প্রাপ্তির ঘটনাটি আমার জীবনে অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে দিনলিপিতে স্থান করে নিল।

অথবা,

(খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

তারিখ
সম্পাদক
দৈনিক.....
ঢাকা
বিষয়
মহোদয়
.....
.....
নিবেদক,

Title

.....
.....
.....
.....
.....

নিবেদক,
.....
.....

অথবা,

তারিখ
সম্পাদক
দৈনিক.....
ঢাকা
বিষয়
মহোদয়
.....
.....
নিবেদক,

Title

.....
.....
.....
.....
.....

নাম
স্থান
তারিখ

প্রতিবেদনের প্রকৃতিঃ বিশেষ প্রতিবেদন/সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনামঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি
প্রতিবেদকের নামঃ ঘ
সরেজমিনে তদন্তের স্থানঃ মধ্যবিত্তদের নাভিশ্বাস, দরিদ্র মানুষ দিশেহারা 'ক', 'খ', 'গ' বাজার পরিদর্শন
প্রতিবেদন তৈরির সময়ঃ.....।
তারিখঃ.....।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি : ক্রেতারা অসহায়, মধ্যবিত্তদের নাভিশ্বাস, দরিদ্র মানুষ দিশেহারা

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি আজ আর কোনো 'বিশেষ সংবাদ' নয়। প্রতিবছর বা প্রতিমাসে তো বটেই, প্রতি দিনই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি যেন লাগামহীন পাগলা ঘোড়া। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রতিনিয়ত দাম বাড়তে থাকায় কিছু মুনাফা শিকারি ও বিত্তশালী বাদ দিলে অবশিষ্ট জনসাধারণের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। সম্প্রতি দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীন ঊর্ধ্বগতির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দুঃখ-দৈন্যে দিশেহারা। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনা সত্য যে— ধানের ভরা মৌসুমেও দাম বাড়ছে চালের। শুধু চাল নয় ডাল, আটা, ভোজ্যতেল, শুকনা মরিচ, পিঁয়াজ, চিনি, মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি-সহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামই এখন বাড়তির দিকে। হঠাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছে মধ্যবিত্তসহ স্বল্প আয়ের মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খেতে-খামারে, কল-কারখানায় খেটেখাওয়া শ্রমজীবী, নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও পরিবহনের মতো সেবা সার্ভিসের মূল্য দফায় দফায় বেড়ে যাওয়ায় দেশের ক্রেতা-ভোক্তা সাধারণ আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়েছে। দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেভাবে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানরত মানুষের জন্য তা এক অভিশাপ হিসেবে বিবেচ্য। সরেজমিনে বিভিন্ন বাজার পরিদর্শনকালে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সত্যতা যেমন মিলেছে তেমনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নানা কারণ জানা যায় ।

০১. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতি ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতিঃ গত ২০১০ থেকে ২০২২ সালের দ্রব্যমূল্যের তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১০ সালে মোটা চাল স্বর্ণা/ইরি চালের দাম ছিল কেজিপ্রতি ২০-২৫ টাকা; যা ২০২২ সালে বিক্রি হচ্ছে ৫২-৬০ টাকায়। নাজিরশাইল/মিনিকেট, পাইজাম/লতা চালের দাম ছিল ২৫-৩০ টাকা; যা ২০২২ সালে ক্রমপর্যায়ে ৬২-৭৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য পণ্য যেমন মসুর ডাল ৪৮ থেকে ১০০-১১২ টাকা, সয়াবিন তেল ৫৪ থেকে ১২০ টাকা, আটা ১৬ থেকে ৫৮ টাকা, পেঁয়াজ ১৫ থেকে ৬০ টাকা, শুকনা মরিচ ১০০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা, ২৮ টাকার চিনি ৫৫-৭০ টাকা, গরুর মাংস ১১০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা। বিশেষ করে গরুর মাংস, মরিচ, পিঁয়াজ ও আলুর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ঝাঁজে নাকাল সাধারণ মানুষ ।

০২. **দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে টিসিবির মতামতঃ** সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর হিসাবে গত এক বছরে মসুর ডাল ১৯.৫৭%, মুগ ডাল ২৯.৩৩%, চিনি ৫৯.০৯%, পিঁয়াজ ৪৬%, শুকনা মরিচ ৩৫% ও আলু ৭৪.০৭% হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া গত এক মাসের ব্যবধানে চাল, চিনি, আটা—তিনটি পণ্যের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ১০.৮৭%, ৩.৮০% এবং ১৪.৬৩%।

০৩. **নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির নানা চিত্রঃ**

৩.১. অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভরা মৌসুমে চালের দাম বাড়ার কোনো কারণ নেই। স্থানীয় পাইকারি ও খুচরা চাল ব্যবসায়ীরা, হঠাৎ চালের দাম বাড়ার পেছনে এক শ্রেণির চাল মিল মালিকদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতাকে দায়ী করেছেন।

৩.২. শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়কেন্দ্র ঘুরে তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গেছে, কোনো ব্যবসায়ী বাজারে পণ্যের অভাব আছে বলে জানায়নি। খুচরা বিক্রেতারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সাফাই গেয়ে জানায় যে তারা পাইকারি বাজার থেকে উচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করছে। কম দামে বিক্রি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীদেরও ওই একই সুর। আসলে বাজারের পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, মজুতদারেরাই নিজেদের লাভের জন্য জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের দেখাদেখি সকল ব্যবসায়ী বেশি মুনাফার পথ বেছে নিয়েছে।

৩.৩. মূল ঘটনা এই যে, বাজারের ওপর কারো কোনো সঠিক নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং ব্যবসায়ীরা বাজেট, খরা, বন্যা, হরতাল, ধর্মঘট, পূজাপার্বণ, ইদ উৎসব, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধির অজুহাতে নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এ যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে

৩.৪. কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার আমদানি শুল্ক কমানোসহ অন্যান্য সুবিধা দিলেও ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম কমায়নি। বস্তুত, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ও সূত্র নানাবিধ। তবে উৎপাদন অব্যবস্থাই যে এর মূল কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রেতারা বলছেন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে চাহিদার তুলনায় জোগানের অভাব। চাহিদা যেখানে বিশাল সমুদ্রের ন্যায়, সেখানে কূপ খনন করে পানি সরবরাহে চলে না। ফলে সীমাবদ্ধ জিনিসের জন্যে অগণিত ক্রেতার ভিড় এবং পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি ও জিনিস সংগ্রহের জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা।

৩.৫. আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক সময় দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সরবরাহের স্বল্পতাহেতুও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় ।

৩.৬. আমাদের দেশের বহু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিতে তৎপর। তারা অনেক সময় বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে। তারপর দেশে পণ্যের জন্যে যখন হাহাকার শুরু হয়, তখন অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট গঠন করে মজুতপণ্য বাড়তি দামে বাজারে ছাড়ে। এতে ফটকাবাজদের মুনাফার অঙ্ক রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে, আর তাতে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে। স্থানীয় দোকানের ক্রেতা ইদ্রিস আলী এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে- 'জিনিসপত্রের দাম যেই হারে বাড়তাছে, দুই দিন পরে আমাগো না খাইয়া মইরতে অইব।'

৩.৭. কেউ কেউ বলেছেন, টিসিবি সক্রিয় না থাকায় বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। টিসিবি ছাড়াও নব্বই দশকের পূর্ব পর্যন্ত দেশে বাজার দর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সেল কার্যকর ছিল। পরে মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য এটি বিলুপ্ত করা হয়। এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে চলছে টাকা বানিয়ে নেয়ার প্রতিযোগিতা।

৩.৮. বাজারের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে বাণিজ্য সচিবের কাছে মতামত চাওয়া হলে তিনি বলেন- আন্তর্জাতিক বাজারে নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু এ অজুহাতে আমাদের দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা সব পণ্যের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করেছে, এটা দুঃখজনক। সরকার বর্তমানে পণ্যের দ্রব্যমূল্য মনিটরিং করার জন্য টিসিবিকে দায়িত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে স্পর্শকাতর পণ্যের খুচরা ও পাইকারি মূল্যের তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী দোকানে দোকানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু এসব আইন বাজারে কোনো প্রভাব ফেলছে না।

০৪. **দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাঃ**

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আমাদের সামাজিক, জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে এক দুষ্ট রাহু। তাই যথাশীঘ্র এই রাহু থেকে মুক্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে-

৪.১. বাজারে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের জোগান নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২. কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি ফলন নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক চাষাবাদ ও অধিক উৎপাদনশীল ফসল ফলাতে হবে।

৪.৩. কল-কারখানার উৎপাদন নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়ায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পণ্যের ঘাটতি দেখা দিলে সরকারি ভান্ডার থেকে পণ্যের জোগান দিয়ে বাজার দাম স্থিতিশীল রাখতে হবে।

৪.৪. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মজুতদারি, সিন্ডিকেট ও কালোবাজারি দূর করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

৪.৫. অসাধু ও ফটকা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.৬. সর্বোপরি সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এবং কেউ যেন হঠকারী সিদ্ধান্ত দিয়ে দ্রব্যের মূল্যকে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তবে শুধু সরকারের একার পক্ষে এর সমাধান করা কঠিন ব্যাপার। সরকারের পাশাপাশি সচেতন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের নৈতিকতাবিরোধী কার্যক্রম পরিহারই এই সমস্যার আশু সমাধান দিতে পারে।

আশা করি সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসব দিক বিবেচনা করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিনীত প্রতিবেদক

ঘ

০৫। (ক) **সারাংশ লিখ:** **১০**

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না ।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

সারাংশ : আজকের পৃথিবীতে মানুষ বিত্ত ও বৈভবের নেশায় প্রচণ্ডভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অর্থ ও সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের যে নেশা, তা তার মনুষ্যত্বকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং তার আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করছে। এ থেকে উদ্ধার পেতে হলে মনুষ্যত্ব নামক সিঁড়িটি খুঁজে পাওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

অথবা,

(খ) ভাবসম্প্রসারণ কর:

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানবজীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। বিদ্যা জ্ঞানী লোকের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয় ও মন সর্বদাই আলোকিত ও পবিত্র থাকে। তাঁকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা চরিত্রহীন হয় তবে সে হয় সমাজের শত্রু। সে সমাজকে কলুষিত করে। তাকে সবাই ঘৃণা করে ও পরিত্যাগ করে।

মানুষের মৌল মানবিক উৎকর্ষ গুণগুলোর সমন্বিত রূপকে চরিত্র বলা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, "বাক্যে, কার্যে এবং চিন্তায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে মানুষের মনে যে একটি পবিত্রভাব ফুটে ওঠে, তাকে চরিত্র বলে অভিহিত করা হয় ।" দুর্জন ব্যক্তির এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিবর্জিত হয়। এরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন তাদের এ শিক্ষা বা বিদ্যা মূল্যহীন। তারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু করতে পারে না। তাদের সংস্পর্শে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরপক্ষে, বিদ্যা মানুষের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মান পেয়ে থাকেন। বিদ্যার সংস্পর্শে এলে মানুষ জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে এবং তার চরিত্র গঠনেরও সুযোগ পায়। বিদ্বান ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তার সাহচর্য সকলেই কামনা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি বিদ্যার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে চরিত্রহীন ও সংকীর্ণমনা হয় তবে তার সংস্পর্শ কারো কাম্য নয় । এরূপ লোকের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয় না। দুর্জন এই ব্যক্তি যে নিজের স্বার্থ আদায়ে অন্যায়-অবিচারের পথে পা বাড়ায়। এ ধরনের লোক বিদ্বান হলেও তার সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাপ বিষধর প্রাণী। সাপের মাথার মণি মহামূল্যবান। তাই বলে মণির আশায় কেউ সাপের সাহচর্য প্রত্যাশা করে না। কেননা, এতে সাপের বিষাক্ত ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশঙ্কা থাকে। একজন দুর্জন বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা সাপের মাথার মণির তুল্য। যেসব লোক উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু নির্গুণ এবং চরিত্রহীন তারা বিষধর সাপের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তার সংস্পর্শে এসে বিদ্যা অর্জন করাতে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না বরং তার সাহচর্যে যে ব্যক্তি আসে সে অধঃপতনের দোরগোড়ায় পৌঁছায়। তার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হয়ে পড়ে। চরিত্রই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে সে আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। প্রবাদ আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তি দুর্জনই নয় কেবল, জ্ঞানপাপীও। জ্ঞানপাপীর সংস্পর্শ বিপজ্জনক, সমূহ ক্ষতির কারণ। তাই দুর্জন বিদ্বান ব্যক্তির সংসর্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য। মূলত, দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে ভয়ঙ্কর এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তার সঙ্গ সযত্নে পরিহার করা উচিত। তাকে সকলেই ঘৃণা করে কেননা এদের দ্বারা মানবতা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। ফলে তারা পরিত্যাজ্য।

০৬। (ক) বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা বিষয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর। ১০

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

শৈশব : কীরে তুই এখনো রেডি হসনি? আমাদের তো দশটায় যাওয়ার কথা, এখন এগারোটা বেজে গেছে।

রাতুল : তুই তো ঘেমে চুপসে গেছিস। কথা পরে শুনব। এদিকে আয়, পাখার নিচে বস।

শৈশব : আর বলিস না। রাস্তায় জ্যাম, হেঁটে আসতে হয়েছে। তার ওপর গরম তো আছেই। বাইরে আগুন জ্বলছে, মনে হয় আগুনের তাপ নিতে নিতে হেঁটে এসেছি।

রাতুল : এ-কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ আর বাইরে বের হব না। তুই লক্ষ করেছিস— গত কয়েক বছর ধরে গরমকালে যেমন অস্বাভাবিক গরম, তেমনি শীতকালেও শীতের তীব্রতা। কোনো ঋতুই ঠিক সময়ে আসছে না। যখন বৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন তখন বৃষ্টি নেই, যখন ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কথা নয় তখন ঝড়-বৃষ্টি। আজকাল ভূমিকম্পেরও প্রকোপ দেখা দিয়েছে।

শৈশব : প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণ কেন বলতে পারিস ?

রাতুল : তুই বল।

শৈশব : তুই যা যা বলেছিস সেগুলোর কারণ হলো— বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন। দেখছিস না অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সাইক্লোন, বন্যা, সুনামি, ভূমিকম্প প্রায় সারা বছরই কোনো-না-কোনো দুর্যোগ লেগেই থাকে।

রাতুল : কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কে বা কী বলতে পারিস?

শৈশব : হ্যাঁ, বিভিন্ন কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন হতে পারে। যেমন- বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসারণ, গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া, নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস প্রভৃতি কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

রাতুল : এভাবে চলতে থাকলে তো পৃথিবী একসময় প্রাগৈতিহাসিক কালের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। বিপন্ন হবে সৃষ্টিকুল।

শৈশব :একদম ঠিক বলেছিস। পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের রচিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তন ফসল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিজয় গৌরবে মোহান্ধ মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করছে। ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষতিকর সব আবর্জনা ও বিষাক্ত গ্যাস। তার ফল হয়েছে বিষময়। দূষিত পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই গোটা জীবজগতের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।

রাতুল : আমি এখন বুঝতে পেরেছি। প্রতিনিয়ত পৃথিবীর তাপমাত্রা অধিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জলবায়ুর স্বাভাবিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত বিষয়টি 'বিশ্ব বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন' অভিধায় ভূষিত।

শৈশব : জলবায়ু পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির পরিমাণ বাড়াবে। এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লাবিত এলাকার পরিমাণ যেমন বাড়বে তেমনি পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে বড়ো বড়ো শহর।

রাতুল : জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বন্যা, খরা, নদীপ্রবাহের ক্ষীণতা, পানিতে লবণাক্ততা, সাইক্লোন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনবিপর্যয় ঘটবে।

শৈশব : আমি পত্রিকায় পড়েছি— বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইতোমধ্যেই এশিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এশিয়া মহাদেশের ১৩০ কোটি অধিবাসী হিমালয় পর্বতমালার হিমবাহগুলো থেকে সৃষ্ট পানির উৎসের ওপর নির্ভরশীল।

রাতুল : বিশ্বব্যাপী যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে অন্যতম স্থানে। কোপেনহেগেন সম্মেলন ২০০৯-এ বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মসূচি বাবদ ৭০,০০০ কোটি টাকার সহযোগিতা চেয়ে প্রকল্প বা কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ ভাগ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা হবে।

শৈশব : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে জটিল সমস্যা যা সকল গরিব দেশকে প্রভাবিত করছে ব্যাপকভাবে। তাই এবিষয়ে এখনই নানা ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

রাতুল : একদম ঠিক বলেছিস। মানুষের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবী আজ ধ্বংসের মুখে। এখন থেকে মানুষ যদি সচেতন না হয় তবে পতন অনিবার্য।

শৈশব : আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হলেও আমাদের সতর্ক হতে হবে।

রাতুল : হ্যাঁ মানুষই শুধু পারে এ পৃথিবীটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের পৃথিবী আবার সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে।

শৈশব : আমাদের পৃথিবীকে আমাদেরই বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। জানো তো— 'মানবের পৃথিবী দ্বিতীয়টি নেই, মানুষের চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই।"

রাতুল : বাহ্! বেশ সুন্দর কথা তো। তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই- 'আমাদের পৃথিবী গড়িয়া লইব আপনার করে নিত্য-জীবনে সাজাই পৃথিবী মানবের তরে।'

অথবা,

(খ) **প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার ছোট বোন' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা করঃ**

ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোট বোনই করেছে.....

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

আমার ছোট বোন

ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোটো বোনই করেছে। ওর নাম পান্না আমার চার বছরের ছোটো। আমার একমাত্র ছোটো বোন। তাকে আমি কতটা ভালোবাসি তা বোধ হয় আমি নিজেও জানি না। শুধু এটুকু বলি যে—আমার প্রাণের ছোটো বোন। যে একটি দিনের জন্যেও আমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারত না। এখন সে অনেক বড়ো হয়েছে কিন্তু ছোটোবেলার সেই ভালোবাসা, স্নেহ, মায়ামমতা কাটিয়ে শুধু দাদাটির কাছেই বড়ো হতে পারেনি। রোজ আমার সঙ্গে কমপক্ষে দুই তিনবার ফোন করবে। তার যে অনেক কথা তা কিন্তু নয়। এক দুমিনিট কথা বলেই রেখে দেবে। পান্না কখন কখন ফোন করে আমার তা জানা হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারি কোনটি আমার ছোট্ট বোনটির ফোন। তার সঙ্গে যে আমার রক্তের সম্পর্ক, আত্মার সম্পর্ক। আমার অন্তরাত্মাই বলে দেয় এটি তোমার আদরের ছোটো বোনের ফোন।

ছোটোবেলা আমরা দুজনে একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। জীবনের সব আনন্দ-উল্লাস দুজনে ভাগ করে নিয়েছি। আমি বড়ো হলেও কখনোই আমার কাছে নিজেকে বড়ো মনে হতো না। ছোটোবেলা থেকেই পান্না আমাকে দাদা বলে ডাকে। আমি মাঝে মধ্যে আদর করে ডাকি হীরা-পান্না-চুনি। দুজনের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। স্কুলে কী হলো, বান্ধবীর সঙ্গে কী কথা হলো, তার বন্ধুরা কে কেমন, টিফিনে কী খেয়েছে, দাদা আজ তোমার কথা খুব বেশি মনে পড়েছে, এই ধরো তোমার জন্যে দুটি চকলেট নিয়ে এসেছি— এমন হাজারো স্মৃতিকথা রয়েছে আমার এই ছোটো বোনকে নিয়ে। স্কুল-কলেজ সবখানে আমার নাম এত বার নিত যে সবাই তার পান্না নামটিই ভুলে যায়। সবাই তাকে ডাকত সজলের বোন বলে।

পান্না এখন অনেক বড়ো, কলেজ শেষ করতে না করতেই তার বিয়ে হয়ে যায়। তার কপালে পড়ল বিদেশি বর। সে অস্ট্রেলিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে এক বছর শেষ হয়েছে, এখনো কাগজপত্র রেডি করতে পারেনি। পান্না থাকে মায়ের কাছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র। থাকি হলে। প্রতিদিন সকালে একবার, না হয় রাত দশটার পরে একবার ফোন করা চাই আমার কাছে। ফোনে প্রতিদিন প্রায় একই কথা—দাদা তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ। তুমি আমাকে ভুলে গেছ। তুমি আর আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না। বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকি। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে তার দাদাটাও কাঁদছে সেকথা কখনোই তাকে বুঝতে দেইনি। আজ ফোনটা বাজছে অসময়ে। এসময়ে পান্না সাধারণত ফোন করে না। কিন্তু বাড়ি থেকে ফোন। কাজেই আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোটো বোনই করেছে। আজ আর পান্না কথা বলছে না, কেবলই কাঁদছে। বারবার জিজ্ঞেস করছি কী হয়েছে আমার হীরা-চুনি-পান্নার? কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বুঝতে পারলাম অনেক কষ্টে কান্না থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। একবারই শুধু বলতে পারল আজই তুমি বাড়ি চলে এসো। আমার মনটা গেল ভেঙে। পরনের কাপড় আর পরিবর্তন করলাম না। অমনিই ছুটলাম বাড়ির দিকে। বাসস্ট্যান্ডে এসে মনে হলো- মাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারতাম পান্নার কী হয়েছে? ধ্যাত, আর জিজ্ঞেস করে কাজ নেই। ছোটোবোনটি তার দাদাকে কেঁদে কেঁদে বলেছে বাড়ি চলে এসো। তাতেই তো বেশি। দাদা বাড়িতে ছুটে যাবে এটাই স্বাভাবিক। বাড়িতে গেলেই জানতে পারত বিষয়টা। বাড়িতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেলো। পান্না আমার কাছে ছুটে এলো না। এলো মা। আমি তো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম পান্নার কী হয়েছে? মা হেসে বললো কিছুই না। হঠাৎ করেই পান্নার বর এসেছে। কালই তার ফ্লাইট। আমাদের চমকে দেয়ার জন্যেই নাকি আগে থেকে কিছু জানায়নি। আমি এবার হাসতে হাসতে পান্নাকে চিৎকার

করে ডাকতে লাগলাম। পান্না সজলচোখে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি হাসতে চাইলাম। অনেক চেষ্টা করছি মুখে হাসি ধরে রাখার জন্যে। বারবার চেষ্টা করছি। হাসতে আমাকে হবেই। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। পান্না আমাকে সাহায্য করল, পান্না অদৃশ্যভাবে আমার কানেকানে ফিসফিস করে বলল—দাদা তুমি একটু কাঁদো। কথাটা শুনতে পাচ্ছিলাম মস্তিষ্কের ভিতরে, পান্না বিড়বিড় করে বলছে—দাদা তুমি কাঁদো। কিন্তু আমার অবচেতন মন বলছে আমাকে হাসতে হবে। ততক্ষণে আমার গণ্ডদেশ বেয়ে অঝোর ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, আর আমি হাসছি, কেবলই হাসছি! পান্নার কোমল হাত দুটি আমার পা স্পর্শ করে আছে, আমার অন্তর বলছে, মস্তিষ্ক বলছে, মন-প্রাণ সব একসঙ্গে বলে উঠল– সুখী হও বোন, সুখী হও...

Academic & Admission
pathshala
We Rise By Lifting Others